ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR..7 .. 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 7

158

বেসরকারি শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের দুর্দশা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান। এই সমস্যাসমূহ কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত কোনোক্রমেই ভালো ফলাফল আশা করা যায় না।

১. অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হয় না। নিয়োগ নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং কমিটির দুর্নীতি এখন ওপেন সিক্রেট। উৎকোচের বিনিময়ে কিংবা আত্মীয়তার সুবাদে অনেক অযোগ্য প্রার্থীও যোগ্য হয়ে যান। বর্তমানে ৩০% মহিলা শিক্ষক নেওয়ার কথা থাকলেও খোঁজ নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছে না।

২. নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর শিক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নপূর্বক নম্বরপত্র প্রদান করেন। এই নম্বরপত্রের ওপর ভিত্তি করে যদি বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে ফলাফলে ১০০%ও উত্তীর্ণ হতে পারতো। এমন কি বর্তমানে বোর্ড পরীক্ষায় যে ব্যাপক নকল হয় তাও অনেকাংশে হ্রাস পেতো। কারণ যারা নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েও বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তারাই অধিকাংশ নকলের জন্য দায়ী এবং তাদের কারণেই পরীক্ষ কেন্দ্রগুলো কলুষিত হয়। নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি পায় প্রতিষ্ঠানপ্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটির বদান্যতায়। কাজেই ৬০% ছাত্রছাত্রী পাস না করলে সকল শিক্ষকের সরকারি বেতনভাতা বন্ধ করে দেওয়া উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মতো।

৩. ষষ্ঠ শ্রেণীতে একটি মেয়ে ভর্তি হলে সে অনায়াসেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রমোশন পায়। কারণ যদি সে ফেল করে তাহলে উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। তার ফলে প্রধান শিক্ষককে নানা প্রকার কটূক্তি সহ্য করতে হয়। এ কারণে প্রধান শিক্ষকগণ বাধ্য হন ফেল করা ছাত্রীটিকেও উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দিতে। একইভাবে সে বোর্ড পরীক্ষার অনুমতিও পেয়ে যায়। যার অনিবার্য পরিণতি হয় খারাপ ফলাফল। এক্ষেত্রেও সাধারণ শিক্ষকগণ দায়ী নন কোনো মতে। তাই ঢালাওভাবে সকলের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া কতোটুকু মানবিক তা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ একবার ভেবে দেখবেন কি?

উপরোক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরোও অনেক সমস্যা, যেমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা এবং সরকারি শিক্ষকগণের তুলনায় বেসরকারি শিক্ষকগণের কম বেতন। কাজেই সরকারি অনুদান বন্ধ না করে ৬০% ছাত্রছাত্রী পাস করানোর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিপ্লব মোহন চৌধুরী
সহশিক্ষক
বুরুদিয়া উচ্চবিদ্যালয়
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।

প্রত্যেক সরকারই শিক্ষার জয়গান গেয়েছে কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি শিক্ষার মেরুদণ্ড শিক্ষকদের। তবে বর্তমান সরকার বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের নতুন পে-স্কেলের অন্তর্ভুক্তি এবং কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করে শিক্ষকদের প্রতি অপরিসীম আন্তরিকতার প্রমাণ রেখেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশা করি শিক্ষকসমাজের প্রতি বর্তমান সরকারের ভালোবাসা অটুট থাকবে।

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতনের যে ৮০% প্রদান করা হয় তাও অনিয়মিত। বিদ্যালয় প্রদত্ত বেতনের অংশও অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৬-১২ মাস বকেয়া থেকে যায়। ফলে পদে পদে শিক্ষকদের অপমানের শিকার হতে হচ্ছে মুদি দোকানদারের কাছে, বাড়িওয়ালার কাছে, পাওনাদারের কাছে এমনকি স্বীয় পরিবার-পরিজনের কাছে।

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের কোনো বোনাস, উৎসব ভাতা নেই, গ্রাচুইটি নেই, পেনশন নেই এবং নেই কোনো যাতায়াত ভাতা। নামমাত্র যে আবাসিক ভাতা দেওয়া হয় তা দিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফুটপাতে থাকা যাবে কিনা সন্দেহ। যেখানে একজন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ফি ন্যূনতম ২০০-৩০০ টাকা অথচ মেডিকেল ভাতা দেওয়া হয় নামমাত্র ১৫০ টাকা। সর্বোপরি বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই, নেই কোনো ভবিষ্যৎ।

বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী বিগত বিএনপি সরকারের আমলে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনশন পালনকালে তীব্র কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার সরকার ক্ষমতায় গেলে শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য মাঠে নামতে হবে না।' তাই শিক্ষকসমাজের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে বিনীত নিবেদন বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী বেতনভাতাদি প্রদানের ব্যবস্থা করুন।

মোহাম্মদ সায়েম উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক
ধাউরডেঙ্গা সারদাচরণ উচ্চবিদ্যালয়
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষকের মূল বেতন এবং উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের মূল বেতন একই। আবার সহযোগী অধ্যাপক ও উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মূল বেতনও এক। অর্থাৎ এ পদগুলোর মর্যাদা একই বা প্রথম শ্রেণীর। কলেজ শিক্ষকদের মর্যাদার পাশাপাশি উচ্চবিদ্যালয়ের দুটি পদই সমমর্যাদার। আর তা হলো প্রধান ও সহপ্রধান শিক্ষকের পদ দুটো। অনুরূপভাবে উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান, সহপ্রধান, সিনিয়র শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক এ চার ক্যাটাগরির শিক্ষকের বেতনের কোনো একটিরও সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান, সহপ্রধান ও সহকারী শিক্ষক এ তিন ক্যাটাগরির শিক্ষকের বেতনে কোনোও মিল আছে কিনা তা বর্তমান সরকার তথা আমাদেরও জানতে ইচ্ছা করে। যদি সঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব হয় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষকদের অমর্যাদাকর বেতন স্কেল আজো থাকার কারণ কি? প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি বা সম্মানজনক বেতন স্কেল শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর মতো মহান হৃদয়ের কোনো ব্যক্তিই দিতে পারেন। জানি না সে রকম সরকার দেশে আর কবে আসবে। তবে বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি সরকারের শুভদৃষ্টি এ ব্যাপারে কামনা করছি।

খোকনচন্দ্র মজুমদার
রামগড়, খাগড়াছড়ি।